Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-06-2026 15:54 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৪ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৯ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৬ সংখ্যা ।। ২ পাতা

যোগ দিবসের কর্মসূচিতে সরকারি কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়, আদালতে জানাল রাজ্য

দায়সারা স্ট্যালিন, উষ্ণ শুভেচ্ছা অভিষেকের, জন্মদিনে 'ইন্ডিয়া'র ভাঙ্গাগড়া দেখলেন রাহুল!

ভাবতেও পারেনি রাশিয়া, ইউক্রেনের আঘাতে মস্কোয় কালো বৃষ্টি! আতঙ্ক শহরজুড়ে

আদালত অবমাননার নোটিশ

নয়া জামানা ঃ বছরের পর বছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গোটা রাজ্যের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমান। তার ফলে একটা সময় শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানচলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। আদালতের নির্দেশিকা গ্রাহ্য না করে বছরের পর বছর শহিদ সমাবেশের আয়োজন করায় এবার মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

পদ ছাড়লেন জ্যোতিপ্রিয়

নয়া জামানা ঃ সময় যত এগোচ্ছে, তত একা হয়ে পড়ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে যাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন নেত্রী, এবার দলের যাবতীয় পদ ছাড়লেন সেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত শনিবারই জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে দলের জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য করা হয়েছিল। সপ্তাহ পেরনোর আগেই ইস্তফা দিলেন তিনি।

রান ফর যোগা-য় মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ প্রতিবছরই কেন্দ্রের তরফে দেশজুড়ে উদযাপিত হয় যোগ দিবস। এবার বাংলায় বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ায় রাজ্যেও বিশেষভাবে উদযাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন তিনদিনের কর্মসূচির কথা। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার সকাল সাড়ে ছটায় কর্পোরেশনের সামনে জমায়েত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শুভেন্দু। এরপরই কর্পোরেশনের সামনে থেকে ম্যারাথনে অংশ নেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন লিয়েন্ডার পেজ, ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ অন্যান্যরা।

আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রিসভার রদবদল

কেন্দ্রীয় পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন সুকান্ত-শমীক!

দীপঙ্কর দোলাই, নয়া জামানা ঃ এবার রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পাচ্ছেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার? এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিজেপির শীর্ষ সূত্রে।পদোন্নতি হলেও সুকান্তবাবু কোন মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাবেন, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। সূত্রের দাবি, আগামী সপ্তাহেই মোদি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং সুকান্তবাবু; বাংলা থেকে দু'জনকেই পূর্ণমন্ত্রী করে বঙ্গ বিজয়ের পুরস্কার দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এ ব্যাপারে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই। তাই আমি কোনও মন্তব্য করব না। নো কমেন্টস।তবে ভিন দলে মিশে যাওয়া বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের মোদি সরকারে মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা রীতিমতো ক্ষীণ। কারণ, সেরকম হলে বিজেপির অন্দরেই চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মত, সেই ঝুঁকি নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহ কেউই নিতে চাইবেন না। অন্যদিকে আজ, শুক্রবারই তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙনের প্রসঙ্গে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বক্তব্য শুনবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এর ফলে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের নিয়ে অনিশ্চয়তা সেভাবে কাটেনি। এমন দোলাচলে তাঁদের কাউকে মোদির মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী করার সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। এই প্রেক্ষাপটে তাই বঙ্গ বিজেপির দু'জন সাংসদকে কেন্দ্রে পূর্ণমন্ত্রী করা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।২০১৪ সালে প্রথমবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে মোদি সরকার। তারপর বিগত ১২ বছরে বাংলা থেকে একাধিক সাংসদকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করে নিজের মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন মোদি। কিন্তু এই বছরগুলিতে বাংলা থেকে কাউকেই পূর্ণমন্ত্রী করা হয়নি। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যার অন্যতম কারণ, ঐতিহাসিক বঙ্গ বিজয়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমও হারাচ্ছে তৃণমূল

মেয়রপদে ইস্তফা গৌতম দেবের

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে গোটা উত্তরবঙ্গে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কার্যত নিশ্চিহ্ন দলের সংগঠন। সিতাইয়ে তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও সঙ্গীতা বসুনিয়া এখন বিদ্রোহী শিবিরে। সাংসদরাও বিদ্রোহী। ফলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের একমাত্র সম্বল ছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এবার সেটাও সম্ভবত হাতছাড়া হচ্ছে জোড়াফুল শিবিরের।শিলিগুড়ির মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গৌতম দেব। শুক্রবার সকালে তিনি পুর কমিশনারের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর আগে বুধবার গৌতম দেবকে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে দল। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন তিনি সংগঠনে আরও বেশি করে নজর দিন। এর মধ্যেই আচমকা

মেয়র পদে ইস্তফার কারণ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা দেখা দিয়েছে।বৃহস্পতিবার পুরনিগমের মেয়র পারিষদদের নিয়ে বৈঠক করেন গৌতম। সেখানে নিজের পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করলে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় মেয়র পারিষদদের মধ্যে। কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যান তাঁরা। শিলিগুড়ি পুরবোর্ডের মেয়াদ আরও এক বছরেরও বেশি বাকি থাকায় অনেক মেয়র পারিষদই ইস্তফা দিতে চাননি। তবে গৌতম তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন এবং শুক্রবারই ইস্তফা দিয়ে দেন। এখন নতুন করে অন্য কাউকে মেয়র করে বোর্ড গঠনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। শিলিগুড়ি হাতছাড়া হলে উত্তরবঙ্গে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তৃণমূল।প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব পান গৌতম দেব। ২০১৬ সালে তিনি হন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসন থেকে হেরে যান তিনি। ২০২৬ সালে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েও একই পরিণতি হয় তাঁর। এর মাঝে ২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে জয় পায় তৃণমূল। এবার সেই শেষ আশ্রয়স্থলটিও হাতছাড়া হওয়ার মুখে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 19-06-2026 15:54 Page 2

বালাসনের প্রবল স্রোতে ভেসে গেল দুধিয়ার সেতু

বিচ্ছিন্ন শিলিগুড়ি-মিরিক যোগাযোগ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ টানা কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলের যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুক্রবার সকালে বালাসন নদীর জলস্তর আচমকাই অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় দুধিয়ায় তৈরি অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতুটি প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। এর ফলে দুধিয়া হয়ে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে সমস্ত ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে দুধিয়ার মূল সেতুটি ভেঙে পড়ার পর সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অস্থায়ী সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই সেতুর উপর নির্ভর করে মিরিক, সুখিয়াপোখরি, দুধিয়া এবং সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করতেন। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, পর্যটকদের কাছেও এই পথটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।গত কয়েকদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি চলছে। তার জেরে বালাসন

নদীর জল দ্রুত বাড়তে শুরু করে। শুক্রবার সকালে নদীর স্রোত এতটাই বেড়ে যায় যে অস্থায়ী সেতুটি সেই চাপ আর সহ্য করতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতুর বড় অংশ নদীর স্রোতে ভেসে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন।সেতুটি ভেসে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন কাজের সূত্রে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে যাতায়াত করা বহু মানুষ হঠাৎ করেই বিপাকে পড়েছেন। অনেক গাড়ি মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ব্যবসায়ী মহলেও দেখা দিয়েছে উদ্বেগ। কারণ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন পণ্য পরিবহণ করা হয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পণ্য পরিবহণেও সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এদিকে বর্ষার জেরে শুধু দুধিয়ার সেতুই নয়, শিলিগুড়ি শহরের একাধিক নিচু এলাকাও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় জল জমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার উপরও চাপ বেড়েছে। অনেক এলাকায় বাসিন্দাদের জল জমার সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার সময় বালাসন নদীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্থায়ী সমাধানের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে। অস্থায়ী সেতুর পরিবর্তে দ্রুত একটি শক্তপোক্ত স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

তাঁদের বক্তব্য, বারবার একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে।ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদীর ধারে অযথা ভিড় না করার জন্যও মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পাশাপাশি বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে প্রশাসনও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকায় সাধারণ মানুষকে সাবধানে চলাফেরা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে গুপ্তধন !

দ্বিতীয় তল্লাশিতেও মিলল নগদ অর্থ

নয়া জামানা , কাঁচরাপাড়া ঃ কাঁচরাপাড়ার বেসরকারি স্কুলে ফের তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ।

প্রথম দফায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্ধারের পাঁচদিন পর দ্বিতীয় দফার অভিযানে আরও ৮ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ফলে স্কুল থেকে উদ্ধার হওয়া মোট নগদের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১০ জুন রাতে বীজপুর থানার পুলিশ ওই স্কুলে প্রথম হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় স্কুলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট অভীক নাগ ও জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট সায়ন পালকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই তদন্তকারীরা স্কুলে আরও নগদ অর্থ লুকিয়ে রাখা রয়েছে বলে জানতে পারেন।এরপর ১৫ জুন ধৃত দুই কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ফের স্কুলে তল্লাশি চালানো হয়। দ্বিতীয় দফার অভিযানে আরও ৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। স্কুলের ভিতরে এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ কীভাবে জমা হয়েছিল এবং সেই টাকার উৎস কী, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে অর্থের উৎস ও সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস দাবি করেছেন, শুধু এই স্কুলেই নয়, আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁর অভিযোগের তির কাঁচরাপাড়ার পুরপ্রধান কমল অধিকারী-র দিকে। তিনি বলেন, নিরাপদ মনে করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলেই তাঁর ধারণা। দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদ হলে এই কালো টাকার উৎস সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও দাবি করেন তিনি।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুরপ্রধানের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।

ধূপগুড়িতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ডিম থেরাপি, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নয়া জামানা,ধূপগুড়ি ঃ অনেকদিন ধরেই এলাকায় নানা গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে সেই ক্ষোভ ফেটে পড়ল প্রকাশ্যে। ধূপগুড়ির মাগুরমারী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়া এলাকায় তৃণমূল নেতা ও ঠিকাদার রিন্টু দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে ডিম ছুড়লেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের নাম করে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তোলাবাজি, হুমকি-ধমকি এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাখার অভিযোগও উঠেছে রিন্টু দাসের বিরুদ্ধে। এই সব অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে এদিন বহু গ্রামবাসী একজোট হয়ে তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হন।বিক্ষুব্ধ মানুষজন প্রথমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, রিন্টু দাসকে লক্ষ্য করে এবং তাঁর বাড়ির দিকে একের পর এক ডিম ছোড়া হয়। অনেকেই এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে ডিম থেরাপি বলে উল্লেখ করেন।গ্রামবাসীদের আরও দাবি, রিন্টু দাস পলাতক তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের ঘনিষ্ঠ অনুগামী। ঠিকাদারির আড়ালে সরকারি প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এদিন তাঁর বাড়ি থেকে সরকারি প্রকল্পের বেশ কিছু সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। জনতার রোষের মুখে পড়া রিন্টু দাসকে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে।

ভোটের প্রতিশ্রুতি অধরাই,মেয়র পারিষদের বাড়ির সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ ভোটের আগে একাধিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পরও এলাকার মৌলিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে আসানসোল জামুড়িয়ায় ৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কাউন্সিলর তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ সুব্রত ওরফে রানা অধিকারীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বহু মহিলা।বিক্ষোভকারীদের মহিলাদের তরফে আশুতি কিস্কুর অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং পানীয় জলের সুষ্ঠু পরিষেবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোট শেষ হয়ে গেলেও বছরের পর বছর ধরে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।স্থানীয় মহিলাদের আরো দাবি, বারবার জনপ্রতিনিধিদের কাছে সমস্যার কথা জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। বাধ্য হয়েই এদিন আমরা সুব্রত অধিকারীর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাই। দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন।মেয়র পারিষদের এই বিক্ষোভ নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। তবে তার স্ত্রী শিল্পী অধিকারী বলেন, এলাকার বাসিন্দা কিছু মহিলা আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তারা কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলার বাড়িতে নেই। বাইরে আছেন। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ শ্রমিকদের অজান্তে হঠাৎই কর্তৃপক্ষের তরফে কারখানার গেটে লাগানো হল কারখানা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি । বিক্ষোভে ফেটে পড়লো শ্রমিকরা। শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো জামুড়িয়ার রামাজি ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড কারখানা চত্বরে। অবিলম্বে কারখানা পুনরায় খুলতে হবে এমনই দাবিতে দফায় দাফায় স্লোগান তুললো কারখানার শ্রমিকরা। জানা যায়, জামুরিয়া শিল্পতালুকের রামাজি ইস্পাত নামে একটি বেসরকারী কারখানার শ্রমিকরা শুক্রবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার গেটে বন্ধের নোটিশ দেখতে পাই । যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আর্থিক ক্ষতি ও বাজার মন্দার কারণে ১৮ জুন ২০২৬ থেকে কারখানা বন্ধ রাখা হবে এবং বন্ধের সময় কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে না।বিষয়টি চাউর হতেই কারখানাটিতে কর্মরত সকল শ্রমিকগণ কারখানাটির প্রধান ফটক অবরোধ করে অবস্থান-বিক্ষোভে নেমে পড়েন। এদিন মঙ্গল মাঁঝি নামে এক শ্রমিক দাবি করেন , জামুরিয়ার বুকে অবস্থিত রামাজি ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড নামক এই কারখানাটিতে বিগত প্রায় ২০১০ সাল থেকে কাজ করে আসছি, কখনও এমন হয়নি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।